বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
জেদ্দা, সৌদি আরব।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জেদ্দা, ২৫ মার্চ ২০২৪ ইং

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দার উদ্যোগে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে বাঙ্গালি মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের ভয়াল ***"গণহত্যা দিবস"*** যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তরজমাসহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একাত্তরে নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণহত্যায় নিহত শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অতঃপর ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে গণহত্যার শিকার হওয়া শহীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে গণহত্যা দিবসের উপর তৈরিকৃত বিশেষ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে মান্যবর কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তিনি গণহত্যা দিবসের তাৎপর্য ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানের কথা বিষদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ২৫ মার্চের গণহত্যার মূল খলনায়ক হিসেবে কুখ্যাত পাকিস্তানী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান এবং টিক্কা খানের ধারাবাহিক কুকীর্তি ও নৃশংসতার বিষদ বর্ণনা করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস প্রত্যেক শিশু-কিশোরদের জানানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানান, যাতে তারা বড় হয়ে সঠিকভাবে শত্রু-মিত্র চিনতে পারে।

উল্লেখ্য, দিবসটি উপলক্ষ্যে কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে কনস্যুলেটে ও তাদের স্ব-স্ব বাসভবনে অদ্য সন্ধ্যা ০৭.৩০ ঘটিকায় ০১ মিনিটের জন্য প্রতীকী ব্লাক-আউট পালন করা হবে।

অনুষ্ঠানে কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-ছাত্র, স্থানীয় বাংলাদেশী সাংবাদিকবৃন্দ, আওয়ামীলীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ জেদ্দা প্রবাসী অনেক বাংলাদেশীগণ উপস্থিত ছিলেন।

-------o--------